যুগান্তর

তারিখ 21 DEC 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

রিফাত আফরোজ ও তানজীবা চৌধুরী

ইবতেদায়ি শিক্ষাব্যবস্থার সমস্যাগুলো দূর করুন

সরকারি স্কুলের ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধার তুলনায় ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সুবিধা সবচেয়ে কম বলে প্রতীয়মান হয়। ২০০৮ সালে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মাত্র ১১ ভাগ ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যেখানে সরকারি স্কুলের ৬০ ভাগের বেশি শিক্ষক এ সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ বিষয়গুলো বিস্তারিত জানার জন্য আমরা ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও অভিভাবকের সঙ্গে সুদীর্ঘ আলোচনা করি। ওই আলোচনায় ইবতেদায়ি মাদ্রাসার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সমাপনী পরীক্ষায় এর প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

গবেষণার জন্য চারটি উপজেলা শহর ও গ্রামীণ এলাকা থেকে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা বাছাই করা হয়। প্রতিটিতে ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি দেখা যায়। শ্রেণীপ্রতি আলাদা কক্ষ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচাগার, প্রতিবন্ধী ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুবিধা, সব ছাত্রের বসার ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, বিদ্যুৎ ও খাবার পানির ব্যবস্থা, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা অন্য বিদ্যালয়ের থেকে কম সুবিধা পেয়ে থাকে। যার ফলস্বরূপ বিভিন্ন মাদ্রাসার ৮ থেকে ১৭ জন পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে ৫ম শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়। সমাপনীর জন্য মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ বিশেষ কোচিং চালু করলেও পুরো পড়াশোনা গাইডবইভিত্তিক পরিলক্ষিত হয়। একজন শিক্ষক বলেন, 'গাইডবই না থাকলে পুরো উত্তর বোর্ডে লিখে দিতে হয়; কিন্তু গাইডবই ব্যবহার করলে তা করার প্রয়োজন পড়ে না।' একজন প্রিন্সিপাল মনে করেন, গাইডবই শিশুদের জন্য উপকারী, কারণ কোনোদিন অনুপস্থিত থাকলে গাইডবই দেখে পড়া বুঝে নেয়া যায়, আর গাইডবইয়ে সব প্রশ্নের উত্তর গুছিয়ে লেখা থাকে, নিজেরা লিখলে উত্তর মানসম্মত নাও হতে পারে। এর পাশাপাশি তারা বাজার থেকে সাজেশন কিনে অনুসরণ করেন। তবে মাদ্রাসায় কোনোরূপ মডেল টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় না। একজন শিক্ষক বলেন, কোচিংয়ে গাইডবই আর নিয়মিত ক্লাসে সাধারণ পাঠ্যপুস্তক পড়ানো হয়। শিক্ষার্থীদের কোনো একটা বিষয়ে পড়ানোর পর তা মুখস্থ করতে বলা হয় এবং পরবর্তী ক্লাসে পড়া আদায় করা হয়। এ ক্ষেত্রে দুর্বল শিক্ষার্থীদের অল্প করে পড়া দেয়া হয় এবং অনেক সময় ক্লাসের মধ্যে মুখস্থ করতে বলা হয়। সুপারের ভাষ্যমতে, 'কার জন্য কতখানি ডোজ তা আমরা বুঝতে পারি এবং তাকে সেই অনুসারেই ডোজ দেই।'

শিক্ষার্থীদের সমাপনীর জন্য প্রস্তুত করতে সপ্তাহে ছয় দিন কোচিং করানো হয়। এ ছাড়া বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকরা ক্লাসে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, যার প্রশ্ন শিক্ষকরা নিজেই করেন। 'আল-ফাতাহ্' নামক প্রকাশনী থেকে প্রশ্ন কেনা করে থাকেন। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা শেষ পরীক্ষার দিন সম্মানী বাবদ ১২০০ টাকা পান; কিন্তু মাদ্রাসার শিক্ষকরা তা পান না। তাদের টাকা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে অনেক দেরিতে আসে এবং কম পরিমাণে আসে। একজন শিক্ষক বলেন, '২০১৩ সালের টাকা আমি পেয়েছি ২০১৪ সালের আগস্ট মাসে, তাও পুরোটা না, ৯০০ টাকা।' অনেক সময় দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকরাও উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে থাকেন। একজন সুপার বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ সম্পূর্ণ একমুখী। উত্তরপত্র মূল্যায়ন, পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষকদের নিজ উদ্যোগে উপজেলা শিক্ষা অফিসে যোগাযোগ করতে হয়। এ বিষয়গুলোর সঙ্গে কিছু অর্থ প্রাপ্তির ব্যাপার জড়িত এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন খুবই কম। সেজন্য এদিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বছরের শেষের দিকে তারা শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না বলে তিনি দাবি করেন।

ইবতেদায়ি মাদ্রাসা দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ঘাটতির প্রভাব শিক্ষার্থীদের ওপর পড়ুক সেটি কখনোই কাম্য নয়। প্রাথমিকে যেমন কেন্দ্রীয়ভাবে সিলেবাস, পরীক্ষার সময় জানিয়ে দেয়া হয়, সমাপনীর আগে উপজেলা পর্যায়ে প্রশ্ন তৈরি করে সম্মিলিত মডেল টেস্ট নেয়া হয়— এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর পাশাপাশি স্বল্প বেতন এবং শিক্ষাদানের বাইরে অন্যান্য কাজের চাপ, অফিসিয়াল কাজে দীর্ঘসূত্রতাসহ নানা কারণে শিক্ষকরা ক্রমশ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব তাদের উন্নয়নের পথে আরেকটি অন্তরায়। শিক্ষকরা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, তাদের অপারগতার কারণেই অনেক সময় শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে প্রস্তুত করাতে পারেন না। ২০১০ সালে মাদ্রাসা বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অনেক শিক্ষকই ভেবেছিলেন এবার তাদের অবস্থার উন্নতি হবে, সরকার তাদের সমস্যাগুলো বুঝতে চেষ্টা করবে এবং সে অনুযায়ী কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হবে। কিন্তু আদতে তা হয়নি। গ্রামীণ এলাকার অপেক্ষাকৃত স্বল্প আয়ের মানুষ প্রধানত এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। সমাজের অন্যসব জনগোষ্ঠীর মতো তাদেরও আছে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের অধিকার। তাদের চাহিদার প্রতি মনোযোগী হয়ে অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে তাদের সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা এবং কাজকর্ম তত্ত্বাবধানের জন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার আশু বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

রিফাত আফরোজ ও তানজীবা চৌধুরী : *শিক্ষা গবেষক*